ফিদাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ

সালিম আব্দুল্লাহ

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ফিদাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
সালিম আব্দুল্লাহ
সম্পাদক : যুবাঈর আহমাদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

সর্বস্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

মূল্য : ৮০০ (আটশত) টাকা মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

উৎসর্গ

আমি যখন মমতাময়ীর উদরে, তখন থেকেই তিনি চাইতেন—আমি যেন নবীপ্রেমিক হই, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা ওয়ারিস হই। আমি তা হতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে তার সেই দোআর বরকতে যে নবীপ্রেমে দুকলম লেখার তাওফিক আল্লাহ দিয়েছেন, তা ঠিকই বুঝতে পারি।

মা, ও মা! এই নিন,

নবীপ্রেমের সামান্য নাজরানা আর আমার জন্য আরও বেশি করে দোআ করুন, যাতে নবীপ্রেমে জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

নবীপ্রেমের উপাখ্যান

দিল কা আফসানা ১১
অপ্রতিরোধ্য প্রেম ১৮
প্রেমের লগন ২৫
যেখানে রক্তের মূল্য নেই ৩১
উখাই ৩৪
স্মৃতিরোমন্থন ৩৬
ভালোবাসার অভিনব প্রকাশ ৩৯
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ৪৪
যে সুযোগ হাতছাড়া করবার নয় ৪৮
কিশোরের ভালোবাসা ৫১
রাসুলপ্রেমে মূল্যহীন মা ৫৭
অপেক্ষার প্রহর ৬২
বাপ কি বেটি ৬৪
উষ্ণ সম্ভাষণ ৬৭
ভাঙা কলস ৭১
অদম্য ভালোবাসা ৭৪
অন্তিম স্পর্শ ৭৭
উহুদের বীর ৭৯
আর কিছু চাইবার নাই ৮৭
এরই নাম ভালোবাসা ৯৪
বেপরোয়া ৯৬
রক্তের শরাব ৯৮
আপনার লাগি মূল্যহীন সবই ১০০
সফল প্রেমিক ১০৫

পবিত্র ফরাশ ১০৭
অসীম সাচ্ছন্দ্য ১১০
উস্তাতে হান্নানা ১১২
প্রেমময় রাত ১১৫
প্রেমের সওদা ১১৮
অগ্নিপুরুষ ও ভণ্ডনবী ১২৩
অন্ধ ভালোবাসা ১৩২
তাহারে না দেখিলে মোর কাটে না প্রহর ১৩৪
ইহুদির নবীপ্রেম ১৩৮
এক হাবশির পাগলামি ১৪১
অদেখার ভয় ১৪২
তিরোধান ১৪৪

দ্বিতীয় পর্ব
জান কুরবান

হৃদয়ের কথা ১৫০
মৃত্যুমুখে নবীপ্রেম ১৫৬
এরই নাম ভালোবাসা ১৬৮
কালো মানিক ১৭৫
ওরা দুই ভাই ১৮৫
মৃত্যুশ্বাসে নবীপ্রেম ১৯১
রাসুলপ্রেমে জীবন দান ১৯৪
ভণ্ডনবীর বীর ঘাতক ১৯৬
প্রেম বিরহে তিরোধান ২০২
মরণজয়ী ২১০
আততায়ীর প্রেম ২৩১
মা কা বেটা ২৩৮
যে জীবন নবীজির... ২৪৭
অন্তিম সুখ ২৫৭
ছন্নছাড়া ২৬৯
অন্ধ প্রেম ২৮৪
মৃত্যুহীন জীবন ২৮৯

তৃতীয় পর্ব
নবীপ্রেমের পয়গাম

একটি নিবেদন ২৯৬
কুরআনের ভাষায় শাতিমে রাসুল ২৯৬
নববি যুগে শাতিমে রাসুলের পরিণাম ২৯৭
সাহাবিযুগে শাতিমে রাসুলের পরিণাম ২৯৮
চার ইমামের দৃষ্টিতে শাতিমে রাসুলের সাজা ২৯৯
শাতিম হত্যার কারণ ৩০১
ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ ৩০২
প্রথম মাজহাব ৩০২
দ্বিতীয় মাজহাব ৩০৪
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৩০৫
হত্যা কার্যকর করবে ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা বা তার প্রতিনিধি ৩০৯
শেষ কথা ৩০৯
আস্তিনে সাপ ৩১১
বিষাক্ত জবান ৩২০
সিংহের প্রতিশোধ ৩২৩
বেকুব সরদার ৩২৬
এক কুলাঙ্গারের গল্প ৩৩১
ফারুকে আকবার ৩৩৬
বুড়ো ভাম ৩৪০
অস্ত্র ব্যবসায়ী ৩৪৫
গুপ্তহত্যা ৩৫৫
এক হুজালির স্পর্ধা ৩৬২
জিন যখন শাতিমে রাসুল ৩৬৭
যে অপরাধের ক্ষমা নাই ৩৬৯
যে তাওবার মূল্য নেই ৩৭৭
রাসুলপ্রেমে মূল্যহীন বোন ৩৭৮
অদৃশ্য আরব এবং গোস্তাখ সম্রাট ৩৮০
প্রিয়তমার যবনিকাপাত ৩৮৮
বজ্রপাতে কুপোকাত ৩৯২
জিবরিলের দৃষ্টিপাত ৩৯৬
মদিনার মুয়াজ্জিন ৪০০

চাচাতো ভাই ৪০৩
ছিন্ন মস্তক ৪০৫
শিশুমনে নবীপ্রেম ৪১৫
জিম্মি ৪১৮
ইমানদার কুকুর ৪২০
স্পর্ধার জবাব ৪২২
আব্বাসি খিলাফায় শাতিমে রাসুল ৪২৪
নবীপ্রেমের নজরানা ৪২৫
নুরুদ্দিন জিনকি এবং গোস্তাখে রাসুল ৪২৮
সুলতান সালাহউদ্দিনের প্রতিজ্ঞা ৪৩৬
আল্লাহর পাকড়াও ৪৩৮
মুরতাদ কবি ৪৪০
স্পেনের ওলামা এবং শাতিমে রাসুল ৪৪১
যে কথা বলবার নয় ৪৪২
রতনে রতন চেনে! ৪৪৪
তরুণ পাদরির করুণ পরিণতি ৪৪৭
মিথ্যুক পাদরির বেহাল দশা ৪৪৮
আকবরের একটি ভালো কাজ ৪৫০
এক বৃষ্টিমুখর দিনে ৪৫৩
সেন ব্রাদার্স ৪৫৫
শার্লি এবদো ৪৫৭
লায়ন অফ ইসলাম ৪৬৯

প্রথম পর্ব
নবীপ্রেমের উপাখ্যান

দিল কা আফসানা

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে অর্পিত। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অগণিত দরুদ ও সালাম হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও বন্ধুজনদের প্রতি। তিনিই আমাদের পথের দিশারি।

আমি গল্প বলতে চলেছি; প্রেমের গল্প। যে প্রেম অমর, অবিনশ্বর, অকৃত্রিম। যে প্রেমের ভেলায় চড়েই যেতে হয় জান্নাতে। যে প্রেম আমাকে, আপনাকে, সব মুমিনকে মিলিয়ে দেয় এক বিন্দুতে। যে প্রেম বিনে পেরোনো যায় না কবর, হাশর, নাশর। যে প্রেম ছাড়া গত হওয়া যায় না পুলসিরাত, আখেরাত; কোনো পথ।

আমি গল্প বলতে চলেছি; ভালোবাসার গল্প। যে ভালোবাসা হতে হয় নিরেট, নির্মল, নিটোল। যে ভালোবাসায় তুচ্ছ মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন। যে ভালোবাসায় মূল্যহীন স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, অট্টালিকা-দালান। যে ভালোবাসা হতে হয় জীবনের চেয়েও বেশি। যে ভালোবাসায় কোনো খুঁত রাখা যায় না। যে ভালোবাসা হয় একেবারেই নিখুঁত।

আমি গল্প বলতে চলেছি সেই মহামানবের, জন্মলগ্নে যাঁর পবিত্র শরীরে কোনো 'রক্ত' ছিল না। ছিল না জন্মকালীন গন্ধের কোনো রেশ; বরং চারদিকে ছিল মেশক আম্বরের মনমাতানো সুঘ্রাণ। নাভির নাড় ছিল মাতৃগর্ভ থেকেই ছিন্ন। ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদেননি একবারও। শাহাদাত আঙুল উঁচিয়ে বুঝিয়েছেন—আল্লাহ এক, তিনি অদ্বিতীয়। দীর্ঘক্ষণ উপুড় হয়ে ছিলেন; যেন সিজদা দিচ্ছেন রবের তরে, মানব ইতিহাসে এমন ঘটনা একেবারেই অভূতপূর্ব।

তাঁর জন্মে এক অভিনব আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাতে ভেসে ওঠে সিরিয়ার সমুদয় প্রাসাদ। বিশ্বের সবগুলো মূর্তি মাটির দিকে নত হয়ে পড়ে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে শয়তান।

তাঁর জন্মে সাসানি সাম্রাজ্যের সুবিশাল প্রাসাদের অলিন্দগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে, প্রাসাদের খিলান আকৃতির তোরণ ভেঙ্গে হয় খানখান। বহুদিন ধরে পুজো করে আসা সভে অঞ্চলের হ্রদটি শুকিয়ে যায়। পানিশূন্য সামাভ অঞ্চলে হঠাৎ পানির প্রবাহ সৃষ্টি

হয়। হাজার বছর ধরে জ্বলতে থাকা ইরানের ফার্স অঞ্চলের অগ্নি উপাসনালয়ের আগুন বাতাসের কোনো এক অজানা দমকে দপ করে নিভে যায়।

তাঁর জন্মে বিশ্বের সকল সম্রাটের রাজ সিংহাসন উল্টে যায়। বোবা হয়ে যায় বিশ্বের সব মহারাজা-বাদশাহ; মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে বাকশক্তি। গণকদের সব জ্ঞান লুপ্ত হয়, জাদুকরদের জাদুগুলো হয়ে পড়ে অকার্যকর।

তাঁর জন্মে প্রীত হয় সমগ্র পৃথিবী। প্রতিটি পাথর, প্রতিটি ধূলিকণা, মাটির প্রতিটি টুকরো, বৃক্ষলতা, পাখপাখালি এবং জগতের সকল সৃষ্টি হেসে ওঠে। চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নহর-নদী ও জমিনের সবকিছু আল্লাহর তাসবিহ জপে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মহান রবের।

তাঁর মা বলেন—আল্লাহর কসম, আমার পুত্র জন্ম নিয়েই তাঁর হাতগুলোকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়। মাথা তুলে তাকায় আকাশপানে। ঠিক তখন তাঁর দেহ থেকে একটি আলোক বিচ্ছুরণ ঘটে। সে আলোয় দৃশ্যমান হয় চারপাশ। সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। সেই আলোর ভেতর থেকে কেউ বলে ওঠে—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে জন্ম দিয়েছ, তাঁর নাম রাখ 'মুহাম্মাদ'।

জি হ্যাঁ, তিনিই আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, কলিজার টুকরো, নয়নের মণি, নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনিই আবুল কাসিম, আবু ইবরাহিম, মুস্তফা, মুজতাবা, মাহমুদ, উম্মি, আল-আমিন। তিনিই মুজ্জাম্মিল, মুদ্দাসসির, মুজাক্কির, মুবাশশির। তিনিই নাজির, বাশির, ইয়াসিন, তাহা।

আমি সেই প্রিয়তমের গল্প বলতে চলেছি, যিনি পৃথিবীর সব কষ্ট সয়েছেন। এতিম হয়েছেন জন্মের পূর্বেই। বুঝ না হতেই হারিয়েছেন মমতাময়ী মাকে। প্রিয় দাদা গত হয়েছেন কিশোর বাল্যকালেই। সয়েছেন আপন মানুষের শত আঘাত। বাল্যশহর তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন। কারাবন্দি ছিলেন শিআবে আবু তালেবে। শহিদ হয়েছে পবিত্র দাঁত মোবারক। পাথরের আঘাতে পেয়েছেন মরণাঘাত। ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন জিহাদের ময়দানে। অপমানে জর্জরিত হয়েছেন বারবার। বিতাড়িত হয়েছেন জন্মভূমি মক্কা থেকে। দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়েছেন। চুলোয় আগুন জ্বলেনি মাসের পর মাস। সৌখিন জীবনধারার লেশমাত্র ছিল না তাঁর। মাদুরেই কাটিয়েছেন জীবনের পুরোটা সময়।

আমি সেই প্রেমাস্পদের গল্প শোনাতে চলেছি, যিনি নিজ আঁখিযুগলে দেখেছেন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহকে। রব তাকে 'প্রেমাস্পদ' বলেছেন। তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন। মানসিকভাবে তাকে শক্তিশালী করেছেন। সমুন্নত করেছেন তাঁর মান-মর্যাদা-ইজ্জত। তাকে দো-জাহানের সরদার বানিয়েছেন। করেছেন রাহমাতুল লিল

আলামিন। পৃথিবীকে এনে দিয়েছেন তাঁর পায়ের তলায়। সমগ্র বিশ্বকে তাঁর অধীন করে দিয়েছেন। পূর্ণ করেছেন তাঁর আনীত দীন। এমনকি মহামহিম রব তাঁকে এখনো জীবিত রেখেছেন, আপন কবর মোবারকে।

আমি সেই মহামানবের প্রতি প্রেম প্রকাশের গল্প বলতে চলেছি, যার মাঝে ছিল আদম আলাইহিস সালামের তাওবা ও ক্রন্দন। নুহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতি চরিত্র ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। মুসা আলাইহিস সালামের সংগ্রামী জীবন ও পৌরুষ। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একত্ববাদ ও কুরবানি। ইসমাইল আলাইহিস সালামের সত্যবাদিতা ও আত্মত্যাগ। হারুন আলাইহিস সালামের কোমলতা ও বাগ্মিতা। দাউদ আলাইহিস সালামের যাদুময় সুমিষ্টকণ্ঠ ও অসম সাহসিকতা। সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজকীয় ঐশ্বর্য। সালেহ আলাইহিস সালামের বিনীত প্রার্থনা ও যুক্তিবিদ্যা। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবর ও সরলতা। ইউসুফ আলাইহিস সালামের চারিত্রিক ও দৈহিক সৌন্দর্য। ইউনুস আলাইহিস সালামের অনুশোচনা ও আফসোস। জাকারিয়া আলাইহিস সালামের কঠোর শ্রম ও ন্যায়নিষ্ঠতা। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মমত্ববোধ ও পবিত্রতা। আইয়ুব আলাইহিস সালামের কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। ইলিয়াস আলাইহিস সালামের যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা। ইসা আলাইহিস সালামের দরিদ্রতা ও অমায়িকতা। সোয়া লাখ পয়গাম্বরের সহস্রাধিক শ্রেষ্ঠ মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানার মাঝে অপূর্ব এক সমাবেশ ঘটিয়েছে। রাব্বে কারিম সকল নবী রাসুলের তামাম সহিফা ও কিতাবকে প্রিয়নবীর ওপর নাযিলকৃত কুরআনুল কারিমে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। দুর্বল ও কাঁপা হাতে আমি তাঁরই অমর প্রেমগাঁথা লিখতে চলেছি।

আমি অপোক্ত এক ভক্ত। অপূর্ণ অক্ষম। মহামানবের প্রতি হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম তুলে ধরতে অপটু, দুর্বল। আমি অপারগ তাঁর প্রতি ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রকাশ ঘটাতে। আমার যে শব্দভান্ডার নেই। নেই ভাষাজ্ঞান, নেই উপযুক্ত সাহিত্যরস। কোনোকিছুই নেই। সব 'নেই'-এর মাঝে আমার অস্তিত্বও যেন নেই। তবুও দু'কলম লিখেছি তাঁর ভালোবাসায়। কেবল তাঁকে ভালোবেসেই লিখেছি গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ। যদি দয়া হয় প্রভুর! যদি মেহেরবানের দৃষ্টিতে ফিরে তাকান আমার প্রতি! যদি দিদার লাভ হয় নবীজির!

আমি জানি—নবীপ্রেমের বিধান সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই জ্ঞাত। এখন যা উল্লেখ করব তা হয়তো অনেকের নখদর্পণেও আছে। তবুও রবের নির্দেশ বাস্তবায়নে কিছু

কথা তুলে ধরব। তিনি বলেছেন—(জানা বিষয় নিয়েও) আলোচনা করো। কারণ, এই আলোচনা মুমিনকে উপকৃত করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে রাসুলের প্রতি ভালোবাসা নিজ পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ এবং দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের চেয়েও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার অন্তরে রাসুলের ভালোবাসা নেই, সে আল্লাহর আজাবের মুখোমুখি হবেই। দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় স্থানে তার ওপর গজব অবতীর্ণ হওয়ার ধমকি রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে বেশ কিছু নির্দেশনা। এখানে সবিস্তারে আলোকপাতের সুযোগ নেই। তবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাঝে আলোচিত বিষয়ে কিছু প্রমাণ তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আমি সেটুকুই পেশ করছি আপনাদের সমীপে।

এক. রাসুলের ভালোবাসার অধিকার জীবন থেকেও বেশি

আবদুল্লাহ বিন হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; তখন তিনি হজরত ওমরের হাত ধরে ছিলেন। এ সময় হজরত ওমর নিজ জীবন ব্যতীত সকল বস্তুর চেয়ে নবীজিকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করলেন। নবীজি সাথে সাথে বললেন, 'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জান! যতক্ষণ না আমি তোমার জীবন থেকেও অধিকতর প্রিয় হব ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।' এ কথা শোনার সাথে সাথেই হজরত ওমর হতচকিয়ে যান। হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখেন, অন্তর এখন নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন্য প্রস্তুত। বিলম্ব না করে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় এখন আপনি আমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয়।' নবীজি বললেন, 'এখন ঠিকাছে হে ওমর!'[১]

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসে উপলব্ধ বক্তব্য থেকে এই বিষয়টিও অনুধাবন করা উচিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিরসত্যবাদী ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আমানতদার ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কসম করে বললেন, 'ইমানের পূর্ণতার জন্য মুমিন নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে অধিক ভালোবাসা। অথচ তিনি সত্য ও সততার এমন মূর্ত প্রতীক যে, কসম করলেও তাঁর সমস্ত কথা সত্য ও সন্দেহমুক্ত এবং কসম না করলেও তাঁর সকল বক্তব্য ত্রুটিমুক্ত ও শিরোধার্য। এরপরও তিনি যদি কোনো কথা কসম করে বলেন, তাহলে সেটি কতটা সুনিশ্চিত বলে বিবেচিত হবে? কারণ, কসমে কথাকে যে সুদৃঢ় করে, এটি আমাদের সকলেরই জানা।'[২]

১. বুখারি, কিতাবুল ইমান, হাদিস : ৫২৩, ৬৬২৩।
২. উমদাতুল কারি, ২৩/১৬৯।

দুই. পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির চেয়েও নবীপ্রীতি অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানদের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।'[১]

এই হাদিসে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, তাতে কেবল পিতার কথা উল্লিখিত হয়েছে, মায়ের কথা তো উল্লেখ হয়নি! হাফেজ ইবনু হাজার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'যার সন্তান আছে তাকেই যদি ওয়ালেদ বা পিতা বলা হয়, তাহলে ওয়ালেদ শব্দ দ্বারা পিতা-মাতা উভয়কে বোঝাবে। অথবা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এও বলা যেতে পারে যে, পিতা-মাতার মধ্যে কোনো একজনকে উল্লেখ করা হলে অপরজন এমনিই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন যুগল ও বিপরীত দুটি বস্তুর মধ্যে একটি উল্লেখ করা হলে অপরটি এমনিই এসে যায়। এই উত্তরের আলোকে বুঝে নিতে হবে যে, ওয়ালেদ বা পিতা শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো চরম নিকটাত্মীয়। সুতরাং রাসুলের বাণীর অর্থ হলো—তিনি যেন নিকটতম আত্মীয়দের চেয়েও মুমিনদের নিকট অধিক প্রিয় হন।'[২]

তিন. পরিবার ও সম্পদের চেয়েও নবীপ্রেমের অপরিহার্যতা

হজরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হব।'[৩]

চার. নবীজির চেয়ে কাউকে অধিক ভালোবাসলে শাস্তির ধমকি

আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও যারা অত্যধিক বেশি ভালোবাসে নিজেদের পিতা, সন্তান, স্ত্রী, সম্পদ, ব্যবসা এবং আবাসস্থলকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে উদ্দেশ করে বলেন,

> '(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান; আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর

১. সহিহ জামে', হাদিস: ৭৫৮২।
২. ফাতহুল বারি, ১/৫৯।
৩. বুখারি, হাদিস : ১৫।

রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।'[১]

হাফেজ ইবনু কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আলোচিত বিষয়গুলো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে মানুষের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তাহলে মানুষ যেন আল্লাহর বিভিন্ন আজাবের মধ্য থেকে কোনো একটি আজাব তাদের ওপর পতিত হওয়ার অপেক্ষা করে।'[২]

মুজাহিদ এবং ইমাম হাসান বলেন, 'আজাব দ্বারা উদ্দেশ্য পার্থিব-অপার্থিব উভয় জগতের শাস্তি।'

আল্লামা জামাখশারি বলেন, 'এই আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্যকে অধিক ভালোবাসলে তার জন্য কঠিন ধমক রয়েছে।'

ইমাম কুরতুবি বলেন, 'এই আয়াত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসার অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে। আর এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।'[৩]

প্রিয় পাঠক,

বইটির নাম আপনাদের জানা—ফিদাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ। বইটি মোট তিনটি অধ্যায়ের সমন্বিত রূপ। যথা—

এক. প্রেমের উপাখ্যান।

দুই. জান কুরবান।

তিন. নবীপ্রেমের পয়গাম।

এ অধ্যায়ের নাম 'প্রেমের উপাখ্যান'। এখানে আলোচিত হয়েছে কেবল সাহাবিদের নবীপ্রেম।

আপনারা জেনে থাকবেন, ভালোবাসার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে; কাজের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে এবং প্রেমাত্মক আচরণের মাধ্যমেও ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। আর এই প্রকাশ যে কারো জন্যই সহজ। কিন্তু ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করা, মানুষের গালি শোনা, সামাজিকভাবে বয়কটে পড়া, জুলুমের শিকার হওয়া সাধারণ প্রেমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সেই অসাধারণ প্রেমিকদের গল্পই তুলে ধরেছি বক্ষ্যমাণ বইটিতে। আর বলাবাহুল্য যে, নবীপ্রেমে সাহাবিগণ সবদিক থেকে এগিয়ে। এজন্য এ অধ্যায়ে কেবল তাদের ঘটনাই স্থান পেয়েছে। আল্লাহর

১. সুরা তাওবা, আয়াত : ২৪।
২. মুখতাসার তাফসিরু ইবনে কাসির : ২/ ৩২৪।
৩. কুরতুবি : ৮/৯৫। তাফসিরে কাশশাফ : ২/১৮১।

তাওফিক সঙ্গ দিলে ভবিষ্যতে সালাফ, খালাফ ও পরবর্তীদের প্রেমের উপাখ্যান তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

আগেই বলেছি—আমি সাহিত্যিক নই। ভাষার সাহিত্যরস আমার মাঝে নেই। তাই লেখাতেও সাহিত্যের তেমন উপস্থিতি নেই। তবে যতটা পেরেছি মনের আবেগকে প্রাঞ্জল আর সাদামাটা ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। যাতে পাঠক অনর্গল পড়ে যেতে পারেন। গল্পের উৎস উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে গল্প নিয়ে কোনো দ্বিধা-সংশয় না থাকে। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা টেনেছি। গুটিকয়েক গল্পের অনুধাবন ও শিক্ষা খুব অল্প পরিসরে আলোচনা করেছি।

সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছি চার খলিফার প্রেমময় ঘটনা। তাদের গল্পগুলোতে হয়তো কষ্টের প্রকাশ ততটা হয়নি; কিন্তু তাদের পুরো জীবনটাই ছিল নবীপ্রেমের অমূল্য উপাখ্যান। এরপর পর্যায়ক্রমে যারা কেবল নবীপ্রেমের উদ্দেশ্যেই কষ্ট সয়েছেন, তাদের সবার না হলেও ইমান উদ্দীপক উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার অবতারণা করেছি।

মহান আল্লাহর কাছে আশা ও প্রত্যাশা—বইটিকে তিনি কবুল করবেন। বইটির সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে মাকবুল বানাবেন। ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন। সর্বোপরি বইটিকে সকল মুমিনের হাতে পৌঁছে দিবেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অপারগতায়
সালিম আব্দুল্লাহ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

অপ্রতিরোধ্য প্রেম

এক.

ইসলামের প্রারম্ভকাল। চারিদিকে তাওহিদের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরলস দাওয়াতে সত্যান্বেষীরা ইমানের দীপ্ত আলোয় আশ্রিত হচ্ছে; ইসলামের ছায়াতলে নিজেদের বিছিয়ে দিচ্ছে ক্লান্ত পাখির ডানার মতো। কিন্তু পৌত্তলিক কোরেশরা তাদের ইসলামগ্রহণ সহ্য করতে পারল না। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্মে প্রবেশ করতে দেখে ওদের পিত্তি জ্বলে গেল। রাগ-অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওরা। পর্যায়ক্রমে দুর্বল নওমুসলিমদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল তারা। শকুনের মতো চড়াও হলো তাদের ওপর। অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলল প্রতিটি মুসলিমকে। বেশ কজনের জীবন পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলো। অনেককে মরুর তাপদাহে ফুটন্ত বালির ওপর শুইয়ে পিঠে চাপিয়ে দিলো লোহার তপ্ত চাকতি। কিন্তু নওমুসলিমরা যেন সিসা-গলান প্রাচীর। শত আঘাতে জর্জরিত হয়েও, শত অপমান সহ্য করেও তারা ভেঙে পড়লেন না। ইসলাম থেকে ফিরে এলেন না তাদের কেউ-ই। ধৈর্যের এই চরম পরাকাষ্ঠায় একপর্যায়ে উতরে গেলেন সবাই। আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো তাদের ইমান। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দয়ার নবী; শিশুর মতো কোমল তাঁর হৃদয়। আপন সাথিদের এ কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না তিনি। দুমড়েমুচড়ে উঠল তাঁর স্নেহপূর্ণ হৃদয়টা। কোরেশদের করাল গ্রাস থেকে সাথিদের বাঁচানোর চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন দয়ার সাগর।

ওদিকে দিন যত যাচ্ছিল, জালেমদের অত্যাচার ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একটা সময় চরমে পৌঁছে গেল ওদের উৎপীড়ন। একেকজন হায়েনা হয়ে গেল ওরা। এই দেখে নবীজি অস্থির হয়ে পড়লেন। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে বিশেষ বৈঠকে ঘোষণা দিলেন,

‘আপাতত তোমরা ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রাখো।’

নবীজির নির্দেশ পেয়ে নতুন কেউ আর ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন না। সকলেই যে যার মতো এক আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন রইলেন। কিন্তু আবু বকরের মন